স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা (১৯৪৮-১৯৯৯)

অধ্যাপক ড. সুভাষ চন্দ্র সুতার*

সারসংক্ষেপ : *বিজ্ঞাপনের ইতিহাস অনেক পুরোনো। মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এর সূতিকাগার বলে ধরে নেওয়া যায়। সময়ের বিবর্তনে বিজ্ঞাপন দেওয়ার ধরন পালটেছে। কিন্তু উদ্দেশ্য অপরিবর্তিত থেকেছে। যখন থেকে মানুষ নিজের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন মনে করেছে, তখন থেকেই সে অন্য কোনো ব্যক্তির দ্বারস্থ হয়েছে বা বিজ্ঞাপনের বিভিন্ন মাধ্যম খুঁজে বেড়িয়েছে। প্রয়োজন ও প্রেক্ষাপট অনুসারে এক পর্যায়ে ঢেঁড়া পিটিয়ে প্রচার শুরু হয়। এক সময়ে গ্রামগঞ্জের হাটবাজারে এধরনের প্রচার/বিজ্ঞাপন দিতে দেখা যেত এবং এধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য ঐ হাটে বা বাজারে ঐ ব্যক্তিকেই খুঁজতে হতো যে চিৎকার করে বলতে পারে এবং কিছু পয়সার বিনিময়ে এই কাজটি আগ্রহের সাথে করবে।*

ছাপা পদ্ধতি আবিষ্কারের পর থেকে প্রচারের জন্য মুদ্রণশিল্পের ব্যবহার শুরু হয় এবং কোনো বিষয় ছাপাতে হলে যে ব্যক্তি ছাপা পদ্ধতি সম্পর্কে জানে বা ছাপাখানা আছে তার শরণাপন্ন হতে হয়। এক সময়ে ছাপা সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড ছিল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। তবে ১৭৮৬ সালের দিকে অফিস নিয়ে বিজ্ঞাপনী সংস্থা খুলে ব্যবসা শুরু করেন ২০ বছর বয়সের ছেলে উইলিয়াম টেলর (William Taylor)। ইংল্যান্ডের অধিবাসী এই টেলর ও তার বাবা মিলে এই ব্যবসা পরিচালনা করেন। ১৮৫০ সালে এই আইডিয়া অ্যামেরিকাতে নিয়ে যান ভলিনি বি. পালমার (Volney B. Palmer)[১]। বলা যায় এখান থেকেই বিজ্ঞাপনী সংস্থার আইডিয়া ধীরে ধীরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে, যা বর্তমান সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে একমাত্র মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত। অত্র গবেষণাপত্রে স্বাধীনতার পূর্বাপর বাংলাদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের বিজ্ঞাপনী সংস্থা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

*প্রফেসর, গ্রাফিক ডিজাইন, কারুশিল্প ও শিল্পকলার ইতিহাস বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] *http://parlateam.com/history-of-advertising-agencies/*, তারিখ: ১৪ই মার্চ ২০২১।

বিষয়-বিবরণ

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ হলে পূর্ব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে ডিজাইন করা কোনো বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হতো না। কারণ হিসেবে বলা যায় পূর্ব বাংলায় '৪৭-পরবর্তী সময়ে কোনো বিজ্ঞাপনী সংস্থা ছিল না। যা ছিল সব পশ্চিম পাকিস্তানে এবং বিজ্ঞাপন ছাপার জন্য কারিগরি বিষয়াদির জন্য নির্ভর করতে হতো কোলকাতার উপর। ফলে পূর্ব বাংলার ছাপাখানার উন্নতির জন্য বেশ কয়েক বছর অপেক্ষা করতে হয়। এছাড়া শিল্প-কলকারখানা অধিকাংশ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যে কারণে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোও ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। তবে পূর্ব বাংলা তথা ঢাকার ইতিহাসে প্রথম বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম 'গ্রীনওয়েজ পাবলিসিটি'। ১৯৪৮ সালে গুলাম মহিউদ্দিন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৫৮ সালে এই এজেন্সির বিজ্ঞাপন দেখা যায় আজাদ পত্রিকায়। প্রথম দিকের পত্রিকার বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম থাকত না, যদিও থাকে তা ছিল সাংকেতিক বা সংক্ষেপে। যে কারণে বিজ্ঞাপনচিত্রের নিচের সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে গ্রীনওয়েজের নাম পাওয়া যায় না।

১৯৪৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন

গ্রীনওয়েজ পাবলিসিটির প্রতিষ্ঠাতা গুলাম মহিউদ্দিন ১৯৬৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন 'চ্যাম্পিয়ন নিয়ন সাইন'। এ ছাড়া ১৯৫৪ মতান্তরে ৫৫ সালে সালাম কবির প্রতিষ্ঠা করেন 'ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং কোম্পানি'। ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজিং

কোম্পানি তখন অল পাকিস্তান নিউজপেপার সোসাইটি এবং বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদের সদস্য ছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালের দিকে যাত্রা শুরু করে 'কোহিনূর' নামের একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা। ষাটের দশকের শুরুতে মরহুম শরফুদ্দিন আহমেদ, শের আলী রামজি ও ইফতেখারুল আলম একত্র হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'স্টার অ্যাডভারটাইজিং'[২]। এ সময় 'লিভার ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডভারটাইজিং সার্ভিস', 'ডি জে কীমার'ও এ দেশে তাদের যাত্রা শুরু করে। কোলকাতার বিজ্ঞাপনী সংস্থা ডি জে কীমার (D J KEYMER) ব্রিটিশ শাসনামলে প্রতিষ্ঠিত একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা, যে সংস্থায় ও সি গাঙ্গুলী ও সত্যজিৎ রায়ের মতো বিখ্যাত ব্যক্তিবর্গ ডিজাইনার হিসেবে চাকুরি করেছেন। তৎকালীন পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তানে যেহেতু বিজ্ঞাপনী সংস্থা সে রকম ছিল না ফলে কোলকাতার অনেক নামীদামী বিজ্ঞাপনী সংস্থা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শাখা অফিস চালু এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে।

ব্রিটিশদের প্রতিষ্ঠিত 'স্ট্রোনাক অ্যাডভারটাইজিং'-এর চেয়ার-টেবিল ক্রয় করে ১৯৪১ সালে যুধাজিৎ চক্রবর্তী ও বারীন ঘোষ মিলে 'সার্ভিস অ্যাডভারটাইজিং' প্রতিষ্ঠা করেন। কারণ এই সময়ে ভারতবর্ষ স্বাধীনতার জন্য জনতার আন্দোলন-সংগ্রাম দিন দিন বেড়ে চলছিল এবং দেশের মধ্যে অস্থির অবস্থা বিরাজ করছিল বিধায় স্ট্রোনাক অ্যাডভারটাইজিং সংস্থার মালিক এটি বন্ধ করে দেন। যদিও এই সংস্থাটির নামে পরবর্তী সময়ে অনেক বিজ্ঞাপন ষাটের দশকে পূর্ব পাকিস্তানের অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৬৫ সালে মরহুম শরফুদ্দিন আহমেদ চলচ্চিত্রকার জহির রায়হানকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নবাঙ্কুর অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' (NABANKUR)। নবাঙ্কুর অ্যাডভারটাইজিং সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন দেখা যায় ১৯৬৭ সালে আজাদ পত্রিকায় এবং এর পূর্বে কোনো বিজ্ঞাপন দেখা যায় না।

পাকিস্তানের করাচিভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকায় 'ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড'

---

[২] *https://www.facebook.com/smritiadvertising/posts/614334098700892/ Date 24 june 2022*

নামে তাদের শাখা অফিস চালু করে ১৯৬৬ সালের ১৫ই মার্চ। এনায়েত করিম ১৯৬৬ সালে লন্ডন থেকে মার্কেটিং ও সেলস্ প্রোমোশনের উপর ডিপ্লোমা করে আসেন এবং এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সির শাখা অফিস ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সিতে মহাব্যবস্থাপক হিসেবে যোগ দেন। ১৯৬৮ সালে দেশে অস্থির অবস্থা বিরাজ করলে হেড অফিস থেকে টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয় এবং অফিস খরচ ও কর্মচারীদের বেতনভাতা কীভাবে পরিশোধ করবেন তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন। এরকম একটি সময়ে তাদের ক্লায়েন্ট ও বন্ধুবর মি. লুৎফর রহমান মিলে 'ইন্টারস্প্যান'(INTERSPAN) নামে একটি অ্যাডভারটাইজিং এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী সময়ে অংশীদারিত্ব পৃথক হলে এনায়েত করিম প্রতিষ্ঠা করনে 'ইন্টারস্পিড' (Interspeed)।

১৯৬৯ সালে সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইস্ট এশিয়াটিক'-এর ডিজাইনে পিপলস্ জুট মিলস্ লিমিটেডের বিজ্ঞাপন এবং ১৯৪৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত দুটি বিজ্ঞাপন

'ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' এজেন্সিতে ইংরেজি কপিরাইটার হিসেবে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আলী যাকের চাকুরিতে যোগদান করেন। নানা ধরনের সংকটের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান চালু থাকলেও যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড সরকার অধিগ্রহণ করে। ১৯৭২ সালে অলী যাকের এই সংস্থাটি ক্রয় করেন এবং এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনার দায়িত্ব নেন। প্রতিষ্ঠানটিকে আরও গতিশীল করতে ১৯৮১ সালে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব আসাদুজ্জামান নূর এই সংস্থায় যোগ দেন।

সংস্থাটি ১৯৯৪ সালে 'ইস্ট এশিয়াটিক' থেকে নাম পরিবর্তন করে 'এশিয়াটিক মার্কেটিং কমিউনিকেশনস লিমিটেড' নামে নতুন করে কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকে এবং ১৯৯৯ সালে 'জে ওয়াল্টার থম্পসন', যা পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর অন্যতম, তার সাথে যুক্ত হয়ে কর্মপরিধি বিস্তৃত করে। এক বছরের মধ্যে এটি কৌশলগত পরিকল্পনা বিভাগের প্রথম সংস্থা হয়ে ওঠে, যা জে ওয়াল্টার থম্পসনের সাথে যুক্ত হয়ে শুরু করেছিল।[৩]

পূর্ব পকিস্তানের ইস্ট এশিয়াটিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড প্রতিষ্ঠার দুই বছর পরে ১৯৬৮ সালে রেজা আলী প্রতিষ্ঠা করেন 'বিটপী'। ১৯৬৮ সালের প্রকাশিত ইত্তেফাক পত্রিকায় বিটপীর বিজ্ঞাপন দেখা যায়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশি উদ্যোক্তার সংখ্যা বাড়তে থাকে। পাকিস্তানের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো তাদের বাক্সপ্যাটরা গুটিয়ে দেশে চলে যায়। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারও পাকিস্তানের কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থা অধিগ্রহণ করে। এর মধ্যে 'এশিয়াটিক' ও 'কোহিনূর' নামের বিজ্ঞাপনী সংস্থা উল্লেখযোগ্য।[৪]

পঞ্চাশের দশকে যে সব বিজ্ঞাপনী সংস্থার বিজ্ঞাপন তৎকালীন দৈনিক পত্রিকায় দেখা যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো হলো ইউনাইটেড (UNITED), খায়েরী (KHAIRI), কন্টাক্ট (KONTAKTS), চাবুক পাবলিসিটি, গ্রান্ড অ্যাডভারটাইজারস, কিসমাত (KISMAT), অ্যাডআর্টস (ADARTS), ক্রিসেন্ট (CRESCENT), ম্যাহাটন (MANHATTN), ওয়াইডআর্টস (WIDEARTS), অ্যাডওয়াটস (ADWATS), অ্যাডওয়েজ (ADWAYS), হ্যারল্ড (HERALD), এলকো (ELACO), স্পটলাইট (SPOTLIT), কামার্ট (KAMART), কোহিনূর (KOHINOOR) ইত্যাদি।

---

[৩] *https://en.everybodywiki.com/Asiatic_Marketing_Communication_Limited. 24-06-22.*
[৪] *kalerkantho.com/print-edition/biggaponbiroti/2015/04/10/208706*

পঞ্চাশের দশকের কয়েকটি বিজ্ঞাপন–

১৯৫০, ১৯৫১ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন, ১৯৫২ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'UNITED' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা ও ও ১৯৫৩ সালে পার্কার কলমের বিজ্ঞাপন

আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত ১৯৫৪ সালে 'KONTAKTS' ও ১৯৫৫ সালে 'ADART' ও ১৯৫৫ সালে 'EVERGREEN' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Crescent' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Harald' ও 'Widearts' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৭ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রথম দুটি বিজ্ঞাপন, ১৯৫৮ সালে 'GREENWAYS' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৮ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Evergreen' ও 'Elco' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৫৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Kohinoor' এবং'Spotlit' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

ষাটের দশকের পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনে যেসব বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো–'মার্শাল' (MARSHAL), 'প্রেস্টিজ' (PRESTIGE), 'ন্যাশনাল' (NATIONAL), 'আজিজ পাবলিসিটি' (AZIZ PUBLICITY), 'ক্যারাট' (KARAT), 'CRAWFORDS', 'লাইমলাইট' (LIMELIGHT), 'স্টার' (STAR), 'মাকফা' (MAKFA), 'প্রোগ্রেসিভ' (PROGRESSIVE), 'ইস্ট এশিয়াটিক' (EAST ASIATIC), 'বিটপী' (BITOPI) 'অ্যাডভারটাইজিং করপোরেশন' (ADVERTISING CORPORATION), 'নিমা' (NIMA), 'ইউরেকা', 'ওরিয়েন্ট' (ORIENT), 'পাবলিকো' (PUBLICO), 'অ্যাডগ্রুপ' (ADGROUP), 'যুগান্তর' (JUGANTAR), 'নর্থ বেঙ্গল পাবলিসিটি' (NORTH BENGAL PUBLICITY), 'লিনটাস' (LINTAS), 'প্রান্তিক' (PRANTIK), 'ইন্টারস্প্যান' ইত্যাদি।

ষাটের দশকের কয়েকটি বিজ্ঞাপন–

১৯৬০ ও ১৯৬১ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'United' এবং 'Aziz Publicity' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬১ ও ১৯৬২ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Karat' এবং 'Cawfords' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৩ সালে ইত্তেফাক ও ১৯৬৪ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'National' ও 'Keymar' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৩ সালে ইত্তেফাক 'Asiatic' ও 'Kontakts' বিজ্ঞাপনী সংস্থা এবং ১৯৬৪ সালে 'Elco'র ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়

১৯৬৫ ও ১৯৬৬ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Star' এবং 'Asvtg. Corpn' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Adgroup' এবং 'Nobankur' বিজ্ঞাপনী সংস্থা ও ১৯৬৯ সালে সংবাদ পত্রিকায় 'বিটপী'র ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৯ সালে আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Interspan' এবং 'North Bengal Publicity' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা ডিজাইন

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালের কয়েকটি বিজ্ঞাপন–

১৯৭০ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে 'Interspan' আজাদ পত্রিকায় প্রকাশিত 'Bond' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৬৮ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'Bitopi'-এর ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন ১৯৭১ সালে সংবাদ পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত 'East Asiatic'-এর ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৭০ ও ১৯৭১ সালে প্রকাশিত পত্রিকায় বেশ কয়েকটি নতুন বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম দেখা যায় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-পূর্বাশা (PURBASHA), বন্ড (BOND), ইস্টল্যান্ড (EASTLAND), অ্যাডকো (ADKO), ওসকার (OSKER) ইত্যাদি। এই অ্যাড এজেন্সিগুলোর অধিকাংশ ছিল পাকিস্তান ও কোলকাতাভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা। বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এসব বিজ্ঞাপনী সংস্থা তাদের কার্যক্রম গুটিয়ে যার যার দেশে চলে যায়। কয়েকটি বিজ্ঞাপনী এজেন্সি বাংলাদেশিদের কাছে হস্তান্তর করে বা বিক্রি করে দেয়। এবং তারা নতুন করে তাদের কার্যক্রম শুরু করে, আবার কিছু কিছু সংস্থা নতুন করে আত্মপ্রকাশ করে এবং তাদের কার্যক্রম শুরু করে।

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থা

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হলে পঞ্চাশ বা ষাটের দশকে প্রতিষ্ঠিত এদেশের মালিকানাধীন বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো নতুন করে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকেন, এর মধ্যে–ইস্ট এশিয়াটিক, ইন্টারস্প্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড, বিটপী, ইস্টল্যান্ড, ক্রিসেন্ট ইত্যাদি এবং স্বাধীনতার পর নতুন নতুন কিছু সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং নতুন উদ্যমে কাজ করতে থাকে। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মফস্বল শহর ফেনীতে ১৯৬৪ সালে এম. এ. মোস্তফা হোসেন ও তার তিনজন সহযোগী মিলে প্রথম বিজ্ঞাপনী সংস্থা প্রতিষ্ঠা করে, যার নাম ছিল 'দেশ অ্যাডভারটাইজিং'। প্রথম বলার কারণ মফস্বল শহরে মুদ্রণশিল্পের কারিগরি বিষয়াদি থাকলেও বিজ্ঞাপনের জন্য কোনো অফিস ছিল না, এটিই প্রথম। ১৯৬৬ সালে ব্যবসার কলেবর বৃদ্ধির জন্য দেশ অ্যাডভারটাইজিং-এর অফিস চট্টগ্রামে স্থানান্তরিত করেন। এর দুই বছর পর ১৯৬৮ সালে এর একটি শাখা অফিস ঢাকায় চালু করে এবং চট্টগ্রামের সাথে সংযোগ রক্ষা করে কার্য পরিচালনা করে। 'দেশ অ্যাডভারটাইজিং'-এর কর্ণধার জনাব এম. এ. মোস্তফা হোসেন ১৯৬৮ সালে ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেডের চট্টগ্রামের শাখা প্রধান হিসেবে যোগ দেন। কিছুদিন এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে ১৯৬৯ সালের শেষের দিকে চাকুরি ছেড়ে আবার নিজের পুরোনো দেশ অ্যাডভারটাইজিংয়ের ঢাকার অফিস গোছাতে শুরু করেন। সে সময়ে নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে না পেরে তা বাদ দিয়ে ১৯৭১

সালের ২৮শে ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠিত 'বর্ণালী অ্যাডভারটাইজার্স'-এ ডিরেক্টর হিসেবে যোগদান করেন। এর এক বছরের মাথায় এই অফিসও ছেড়ে দেন এবং জনাব এম. এ. মোস্তফা হোসেন 'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড'-এ যোগদান করেন। ইস্টল্যান্ড তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যায় এবং সত্তর ও আশির দশকে ইস্টল্যান্ড ভালো অবস্থানে ছিল। ইষ্টল্যান্ডের অসংখ্য বিজ্ঞাপন দেখা যায় তখনকার পত্রিকার পাতায় পাতায়।

'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৭৩ সালে ২৬শে নভেম্বর। এলিট কেমিক্যাল ও এলিট ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব সিরাজুদ্দিন আহম্মদ হলেন চেয়ারম্যান, প্রেসিডেন্ট ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর হলেন এম. এ. মোস্তফা হোসেন এবং অন্য দুজন ডিরেক্টর হলেন মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন ও রমজুল সিরাজ।[৫] শুরু থেকেই 'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স' সাহসিকতার সাথে ডিজাইন করে এবং চমক লাগানোর চেষ্টা করে। বলা যায় এই চেষ্টায় তারা সফল হয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠানটির ডিজাইনে নতুনত্ব ছিল এবং ভালো অবস্থানে ছিল। ২৬শে নভেম্বর ১৯৭৩ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় এলিটের শুভযাত্রা উপলক্ষ্যে একটি ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। সাড়ম্বরে এই যাত্রা এলিটকে সামনের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত করে।

১৯৭০ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজার্স'-এর ডিজাইনে 'দি ইষ্টার্ণ মার্কেন্টাইল ব্যাংক'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭৩ সালের বিজয় দিবসে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড'-এর ডিজাইনে 'আর আর জুট মিলস্ লি.'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

[৫]দৈনিক ইত্তেফাকের ক্রোড়পত্র, এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেডের বর্ষপূর্তি, ৯ই ডিসেম্বর ১৯৭৪।

'এলিট অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড' শুরু থেকে নিত্যনতুন নান্দনিক ডিজাইন উপহার দিয়েছে। এবং প্রতিদিনই পত্রিকার পাতায় এলিটের ডিজাইনকৃত বিজ্ঞাপন ছাপা হতো।

১৯৭৩ সালে 'ইন্টারস্প্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড' দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় সংস্থার পঞ্চম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। এবং এই ক্রোড়পত্র প্রকাশ ছিল কোনো অ্যাড এজেন্সির তৃতীয় উদ্যোগ, এর পূর্বে 'নবারুণ অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড' ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে ৩০শে এপ্রিল ১৯৭৩ ইত্তেফাক পত্রিকায়। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশে যে কয়টি বিজ্ঞাপনী সংস্থা ছিল সেগুলোর মধ্যে ইন্টারস্প্যানের অবস্থান ভালো ছিল এবং বিজ্ঞাপনচিত্রের ডিজাইনের মধ্যে সৃজনশীলতাও ছিল চোখে পড়ার মতো। ১৯৬৮ সালে যাত্রা শুরু করে ১৯৬৯ সালে লিমিডেট কোম্পানি হিসেবে রেজিস্ট্রেশন এবং নতুন করে 'ইন্টারস্প্যান লিমিটেড' হিসেবে কার্যক্রম পরিচালনা আরম্ভ করে। প্রতিষ্ঠানটি পরবর্তীকালে পৃথক হলে 'ইন্টারস্পীড' নামে আরেকটি অ্যাড এজেন্সির জন্ম হয়। ঠিক কখন থেকে ইন্টারস্পীডের যাত্রা তা জানা যায় না। তবে ইন্টারস্পীডের ওয়েবসাইটে নিজেদের প্রতিষ্ঠার সাল বলেছে ১৯৬৮। তাহলে ১৯৭৩ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রবিবারে প্রকাশিত ইন্টাস্প্যানের ক্রোড়পত্রের কী হবে? আসলে আশির দশকের শুরুতে অথবা সত্তরের দশকের শেষে ইন্টারস্প্যান পৃথক হয়। কারণ ১৯৮৩ সালের পূর্বে 'ইন্টারস্পীড' এজেন্সির ডিজাইন করা কোনো বিজ্ঞাপন চোখে পড়েনি।

১৯৮৩ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'ইন্টারস্পিড'-এর ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৭২ সালে রশিদ আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেন 'কারুকৃত'। ঢাকার বিজ্ঞাপনের ইতিহাসে গ্রাফিকস ডিজাইনের প্রচলন তিনিই শুরু করেন। ১৯৫৮ সালে তিনি ঢাকার সরকারি ইনস্টিটিউট অব ফাইন আর্ট থেকে পড়াশোনা শেষ করে পাকিস্তানের করাচিভিত্তিক বিজ্ঞাপনী সংস্থা 'জে ওয়ালটার থমসন'-এ আর্ট ডিরেক্টর পদে যোগ দিয়েছিলেন। ১৯৭২ সালের ২০শে এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয় 'নবারুণ'। মোহাম্মদ খলিলুর রহমান ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ম্যানেজিং ডিরেক্টর। ১৯৭৩ সালের ২০শে এপ্রিল 'নবারুণ অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেড'-এর প্রথম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে দৈনিক ইত্তেফাকের বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞাপনী সংস্থার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ক্রোড়পত্র প্রকাশ, যা ছিল দ্বিতীয় উদ্যোগ।

১৯৭০ সালে সংবাদ পত্রিকায় 'ইন্টারস্প্যান অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড'-এর ডিজাইনে প্রকাশিত 'ইস্পাহানি মার্শাল লিমিটেড'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭২ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'কারুকৃত'-এর ডিজাইনে প্রকাশিত 'জনতা ব্যাংক'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭৪ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'নবারুণ'-এর ডিজাইনে প্রকাশিত সোনালী ব্যাংক'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭২ সালে তথা তার পরবর্তী সময়ে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্রের নিচে অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম দেখা যায়। এসকল সংস্থার বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো মার্কেটে প্রচুর পরিমাণে কাজ করেছে। এরকম কয়েকটি বিজ্ঞাপনী প্রতিষ্ঠান, যেমন-'বর্ণালী' ও 'বিজ্ঞাপনী' অ্যাড এজেন্সি দুটি অনেক নান্দনিক বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করেছে। সত্তর ও আশির দশকে প্রতিষ্ঠান দুটি রমরমা ব্যবসা করে, যা পত্রিকার বিজ্ঞাপন দেখেই অনুমান করা যায়। 'রূপসা' নামের আরেকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা, যে সংস্থার ডিজাইন করা বিজ্ঞাপন

১৯৭২ সালে অনেক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 'র‍্যাপিড' নামক প্রতিষ্ঠানটি অনেক বড় বড় কোম্পানির বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করে পত্রিকায় মুদ্রণের ব্যবস্থা করেছে। তারপর 'লোটাস', 'পপুলার' এই দুটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে ১৯৭২ সালে অনেক বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেখা যায়। পাকিস্তান আমলে প্রতিষ্ঠিত 'পপুলার অ্যাড এজেন্সি' পপুলারই ছিল। কারণ পপুলার অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে ও তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রায় প্রতিদিন প্রকাশ হতো। এবং পরবর্তী দশকে অর্থাৎ আশির দশকেও এই বিজ্ঞাপনী সংস্থার কার্যক্রম দেখা যায়। ১৯৭৩ সালে 'অনুপম' অ্যাড এজেন্সির প্রতিষ্ঠা। জন্মলগ্ন থেকে এই প্রতিষ্ঠানটি বেশ সুনামের সাথে কাজ করেছে। এই প্রতিষ্ঠানের ডিজাইনে অনেক বিজ্ঞাপন পত্রিকায় দেখা যায়। প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় না। এই সময়ে অর্থাৎ ১৯৭৩ সালের পত্রিকায় আরও কিছু বিজ্ঞাপনী এজেন্সির নাম পাওয়া যায়। যেমন–'প্রচারণী', 'পাফস্', 'রূপম', 'সিনোরিটা', 'পূরবী ইষ্টার্ণ', 'লোলিটা', 'নেক্সাস', 'নকশা', 'এপোলো', 'ইউনিক' প্রভৃতি। এর প্রতিটি এজেন্সি বিজ্ঞাপন জগতে ভালো কাজ করেছে। হয়তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ছোট আকারে গলির মধ্যে এক রুমের অফিস। তার পরেও তারা যে পারফরম্যান্স দেখিয়েছে তা সত্যিই অতুলনীয়।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বর্ণালী' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে 'নিউ ঢাকা ইন্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড'-এর বিজ্ঞাপন।

১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয় 'বিজ্ঞাপনী' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে 'বাটা' সু'র বিজ্ঞাপন।

১৯৭৪ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অনুপম' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

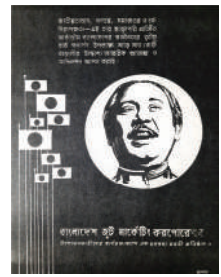

১৯৭৩ সালে 'র‍্যাপিড' ও 'রূপসা' অ্যাড এজেন্সির ডিজাইনে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত 'লালবাগ কেমিক্যাল' ও বাংলাদেশ জুট মার্কেটিং করপোরেশনের বিজ্ঞাপন।

১৯৭৪ সালের বিজয় দিবসে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অ্যাডকম' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন।

গীতি আরা সাফিয়া চৌধুরীর 'অ্যাডকম' অ্যাড এজেন্সির যাত্রা শুরু করে ১৯৭৪ সালের ৪ঠা জুলাই। এর পূর্বে গীতি আরা সাফিয়া ইস্টল্যান্ড অ্যাডভারটাইজার্স লিমিটেডে কর্মরত ছিলেন। সেখান থেকে বিজ্ঞাপনী সংস্থার কর্মপরিধি ও পরিচালনা সম্পর্কে ভালোভাবে জ্ঞানার্জন করেন। এবং সেই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অ্যাড এজেন্সি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে। বিজ্ঞাপন জগতে অনেক সৃজনশীল ডিজাইন উপহার দিয়েছে। এবং এই দীর্ঘ সময়ের পথ চলার মাঝে অনেক দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপনের ডিজাইন করেছে। ১৯৭৪ সালে আরশাদ আলী 'এলিট প্রিন্টিং প্যাকেজেস লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা করেন। এলিট প্রিন্টিং প্যাকেজের কোনো বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে কি না আমার জানা নেই। তবে প্যাকেজিংয়ের জগতে এলিট বাংলাদেশে বেশ সুনামের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করছে। ১৯৭৪ সালে পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে 'বর্ণক' (BARNAK), 'কাকলী', 'নেপচুন', 'পল্লবী' নামে বেশ কয়েকটি বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম দেখা যায়। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে সৃজনশীল বিজ্ঞাপন দেখে অনুধাবন করা যায় তারা কত পরিশ্রম করে বিজ্ঞাপনচিত্র সৃষ্টি করেছেন।

বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনশিল্পের ইতিহাসের সঙ্গে যে কয়েকজন ব্যক্তির নাম সব সময় উচ্চারিত হয়, তাঁদের মধ্যে শরফুদ্দিন আহমেদ অন্যতম। তিনি ষাটের দশকের শুরুতে 'স্টার অ্যাডভারটাইজিং' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিজ্ঞাপনশিল্পের সঙ্গে

যুক্ত হন। এর আগে তিনি ছিলেন সাংবাদিকতা পেশায়। স্বাধীনতার পর ১৯৭৫ সালে তিনি কবি ফজল শাহাবুদ্দিন এবং অভিনেতা হারুন রশিদকে নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'নান্দনিক অ্যাডভারটাইজিং লিমিটেড'। নান্দনিক বিজ্ঞাপন জগতে নানা ব্যতিক্রমধর্মী কাজ উপহার দিয়েছে। নান্দনিকই সর্বপ্রথম বিজ্ঞাপনচিত্রকে রাঙিয়ে তুলেছে। ১৯৭৫ সালে 'অরবিট' (Orbit), 'মেঘদূত' ও ১৯৭৬ সালে 'নিমা' 'ইম্প্রেশন' (IMPRESSION), 'সুনিপুণ' (Shunipun), 'কনকর্ড' (Concord), 'Modads' সংস্থাগুলোর নাম পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্র থেকে পাওয়া যায়। তবে এগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সালের সাথে সম্পর্ক নেই। এর মধ্যে ইম্প্রেশন ও সুনিপুণ, কনকর্ড এজেন্সিগুলো অত্যন্ত দক্ষতার সাথে কাজ করেছে। তবে প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে বেশি কিছু জানা সম্ভব হয় না।

১৯৭৯ সালে জনাব এবিএ ফখরুল কামাল (Mr ABA Fakhrul Kamal) প্রতিষ্ঠা করেন 'ম্যাডোনা লিমিটেড' (Medonna Limited)। এই প্রতিষ্ঠানটি অদ্যাবধি বেশ সুনামের সাথে কর্ম পরিচালনা করে আসছে। সম্ভবত ১৯৮০ সালে 'অ্যাডবেস্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৪ সালে অভিনেতা আফজাল হোসেন প্রতিষ্ঠা করেন 'মাত্রা'। এই প্রতিষ্ঠান থেকে সৃষ্ট বিজ্ঞাপন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এরকম আমার নজরে পড়েনি। তবে প্রতিষ্ঠানটি টেলিভিশনের জন্য অনেক বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণ করেছে এবং বাংলাদেশের টেলিভিশন বিজ্ঞাপনের জগতে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করে। এবং তৎকালীন বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাণে আধুনিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল। ১৯৮৫ সালে মুনির আহমেদ খান ও জুলফিকার আহমেদ প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনিট্রেন্ড'। প্রতিষ্ঠানটি বেশ সুনামের সাথে শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত অনেক নামকরা কোম্পানির সাথে কাজ করে চলেছে। আশির দশকে বেশ কিছু এজেন্সির নাম দেখা যায় পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনচিত্র থেকে, এর মধ্যে ১৯৮০ সালে 'ইমপ্যাক্ট', ১৯৮১ সালে 'অ্যাডকিং', 'দেশ প্রচারণী', ১৯৮২ সালে 'সাঁকো' (Shako Production), 'অনিন্দ্য' (ANINDA), 'অ্যালিগ্যান্ট', 'শ্যামলী' (SHYAMALI), ১৯৮২ সালে 'ইউনিভার্সেল', 'পেঙ্গুইন', ১৯৮৩ সালে 'কনসেপশন' (CONCEPTION), 'বীকন', 'ইম্পেরিয়াল', 'ত্রয়ী', 'সানবীম', 'দোয়েল', 'ইন্টারঅ্যাড', 'অ্যাবজর্বা', ১৯৮৪ সালে 'সেফ এসোসিয়েট', 'ভিস্অ্যাড', 'পদ্মা অ্যাডভারটাইজিং', 'সেমা

অ্যাডভারটাইজিং', ১৯৮৫ সালে 'দি পাইওনিয়ার ইন অ্যাভারটাইজিং' ১৯৮৭ সালে 'লিফলেট', 'জনতা অ্যাডভারটাইজিং লি.', ১৯৮৮ সালে 'ওরিয়েন্ট অ্যাডভারটাইজিং', 'এনকোড', ১৯৮৯ সালে 'অ্যাড এম্পায়ার' এবং ১৯৯০ সালে 'লিরা এন্টারপ্রাইজ' নামে বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের নাম পাওয়া যায়। 'পদ্মা অ্যাডভারটাইজিং' ছিল রাজশাহীতে। এর মধ্যে অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থা দাপটের সাথে আশি ও নব্বই দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কাজ করেছে। আধুনিক প্রযুক্তির সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অনেক প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। এবং নতুন অনেক প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের নামের পাশে উল্লিখিত সালগুলো প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কযুক্ত নয়। ঐ সালগুলোতে দৈনিক পত্রিকায় তাদের ডিজাইনে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন প্রথম আমার নজরে পড়ে।

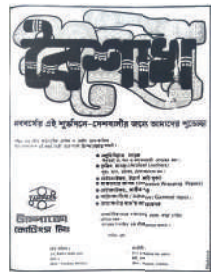

১৯৮০ সালের ইত্তেফাক পত্রিকায় 'ম্যাডোনা' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত, 'টাম্পাকো কোটিংস লি.'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

১৯৮১ সালের ইত্তেফাক পত্রিকায় 'অ্যাডবেস্ট' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ খনিজ অনুসন্ধান এবং উন্নয়ন সংস্থা'-এর একটি বিজ্ঞাপন।

নব্বইয়ের দশক থেকে বিজ্ঞাপন জগতে বড়সড়ো পরিবর্তন আসে। এ সময় বিজ্ঞাপনের ডিজাইন সৃষ্টিতে যোগ হয় আধুনিক নানা প্রযুক্তি। নতুন শতাব্দীর শুরুতে বিজ্ঞাপনশিল্পে আমূল পরিবর্তন আসে। অনেক ব্যবসায়ীও এ শিল্পে বিনিয়োগ করতে শুরু করে। ১৯৯৩ সালে বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব রামেন্দু মজুমদার প্রতিষ্ঠা করেন 'এক্সপ্রেশনস্ লিমিটেড'। শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানটি ভালো কাজ করে চলেছে। নব্বই দশকের মাঝামাঝি সময়ে 'Trikaiya Gray' অ্যাড এজেন্সির শাখা অফিস চালু হয় বাংলাদেশে। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানটি 'গ্রে বাংলাদেশ' নামে তাদের

কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। ১৯৯৭ সেপ্টেম্বর মাসে স্কয়ার গ্রুপের একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসেবে যাত্রা শুরু করে 'মিডিয়াকম লিমিটেড'। অঞ্জন চৌধুরীর নির্দেশে অজয় কুমার কুণ্ডুর নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানটির যাত্রা। ১৯৯৮ সালের শুরুতে আলাদা অফিস নিয়ে এর কার্যক্রম পুরোদমে চালু করে। বর্তমানে এই এজেন্সি বেশ সুনামের সাথে কাজ করে চলেছে।

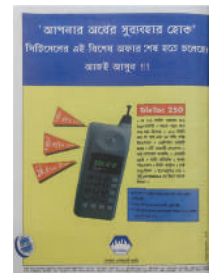

১৯৯৪ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'এক্সপ্রেশনস্' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত 'অ্যাঙ্কর' দুধের বিজ্ঞাপন।

১৯৯৭ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় 'Trikaya Gray' বিজ্ঞাপনী সংস্থার ডিজাইনে প্রকাশিত 'অ্যাঙ্কর' দুধের বিজ্ঞাপন।

বর্তমানে বাংলাদেশে ২৫০টিরও বেশি বিজ্ঞাপনী সংস্থা আছে।[৬] কিছু বিজ্ঞাপনী সংস্থার নাম পাওয়া গেলেও সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। অনেক বিজ্ঞাপনী সংস্থা সত্তর আশির দশকে দাপটের সাথে কাজ করলেও বর্তমানে তারা প্রতিযোগিতার বাজারে নেই-এমন প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাও কম নয়।

উপসংহার

বাংলাদেশে বর্তমানে যেসব বিজ্ঞাপনী সংস্থা রয়েছে সেগুলো বেশ সুনামের সাথে কাজ করছে। তবে একটি বিষয় লক্ষ করা যায়, বর্তমান সময়ে অনেক কর্পোরেট অফিস বা লিমিটেড কোম্পানি বিজ্ঞাপনী সংস্থা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এর

[৬] *https://www.facebook.com/smritiadvertising/posts/614334098700892/, Date: 28-01-2021.*

কারণ হিসেবে বলা যায় তারা বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোকে অর্থনৈতিকভাবে আর পুষতে পারছে না। যে কারণে নিজেরাই একটি ডিজাইন সেকশন চালু করে নিচ্ছে, সেখানে কয়েকজন ডিজাইনারসহ লোকবল নিয়োগ দিয়ে অনেক কম খরচে তাদের কাঙ্ক্ষিত চাহিদা অনুসারে ডিজাইন সংক্রান্ত কাজগুলো সম্পাদন করে নিচ্ছে। কাজ কমে যাওয়ার ফলে বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে। আবার অনেকে এই প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে অন্য ব্যবসা শুরু করেছে। পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের বিজ্ঞাপনী সংস্থাগুলো ষাট, সত্তর কিংবা আশির দশকে যে জৌলুস নিয়ে ব্যবসা ও ক্রিয়েটিভ কর্ম প্রদর্শন করেছে-বর্তমানে সেখানে কিছুটা কমতি পরিলক্ষিত হয়। আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে ডিজাইনগুলো থিমেটিক হলেও তুলির স্পর্শ থাকে না বললেই চলে। পূর্বে এ-দুইয়ের সংমিশ্রণে যে ডিজাইন সৃষ্টি হতো তা ছিল সত্যিই নান্দনিক।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এই প্রবন্ধে কিছু তথ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট থেকে নেওয়া হয়েছে।